ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কমছে বিদেশী শিক্ষার্থী

- শিক্ষার নিম্নমুখী মান
- অতিরিক্ত টিউশন ফি
- আবাসন সংকট

সাজিয়া আফরিন

দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির হার। গত ১০ বছরে গড়ে ৫/৬ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক হলে বর্তমানে প্রায় ১০০ জন বিদেশী ছাত্র থাকেন। তবে এদের বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে পড়ছেন। অল্প কিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মার্কেটিং, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে পড়েন।

সাধারণত নেপাল, ইরান, ভারত, ভুটান, সোমালিয়া, পাকিস্তান, জাপান, সৌদি আরব থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে পড়তে আসেন। আগে আফ্রিকা থেকে শিক্ষার্থীরা এদেশে পড়তে আসতেন। বর্তমানে নেপাল ও ভারতের শিক্ষার্থীরা আসেন সাধারণত মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও এখন তা প্রায় নেই বললেই চলে। জানা যায়, ১৯৯৫-৯৬ সেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বিদেশী শিক্ষার্থী ছিল ৪২ জন এবং ১৯৯৬-৯৭ সালে ছিল ৪৬ জন। ক্রমশ কমতে কমতে ২০০৪-২০০৫ সালে তা দাঁড়ায় ৫ জনে। এই ধারা চলতে থাকলে কয়েক বছরের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশী ছাত্রছাত্রীশূন্য হয়ে পড়বে। তবে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কোনো cর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে ফেরেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ই ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পরে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের মাধ্যমে ভর্তি হয়ে থাকে। বর্তমানে দেশের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী। এ কারণেই বিদেশী শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। আন্তর্জাতিক হলের প্রভোস্ট ড. আমিনুর রহমান মজুমদার বলেন, 'আমাদের পড়াশোনার মান কমে গেছে। এ ছাড়া সেশনজট প্রকট আকার ধারণ করেছে। '৮১ সাল পর্যন্ত সেশনজট একদম ছিল না। আমাদের সময় আমরা ৩ বছরেই অনার্স শেষ করেছি। আর এখন প্রায় ৬ বছর লেগে যায় অনার্স শেষ করতে। এ দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও শিথিল না। ফলে সেশনজট লেগে যাচ্ছে। এ কারণেই বিদেশী শিক্ষার্থীরা এদেশে আসতে আগ্রহ হারাচ্ছে।'

আন্তর্জাতিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার কমে যাওয়ার আরেকটি বড় কারণ হিসেবে অনেকে মনে করেন ভাষার মাধ্যমকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগেই বাংলা মাধ্যমে পড়ানো হয়। ফলে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে আসতে আগ্রহী হয় না। আর এলেও প্রথমে ভাষা শিখতে হয়। এটাও শিক্ষার্থী না আসার অন্যতম কারণ বলা যায়।

এ প্রসঙ্গে ড. আমিনুর রহমান মজুমদার বলেন, 'পড়াশোনার মিডিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বাংলায় পড়ানো হয়। বিদেশী শিক্ষার্থীরা এসে কী করবে এখানে!'

এছাড়াও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস ঠিকমতো হচ্ছে না।

বিদেশী শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতির সেশনে তাদের টিউশন ফি ৫০০ মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক হলের প্রধান সহকারী মোঃ ইমদাদুল ইসলাম

'পড়াশোনার মিডিয়াম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বাংলায় পড়ানো হয়। বিদেশী শিক্ষার্থীরা এসে কী করবে এখানে'

- ড. আমিনুর রহমান মজুমদার
প্রভোস্ট, আন্তর্জাতিক হল

জানান, ‘এখন সব বিদেশী শিক্ষার্থীর টিউশন ফি ৫০০ মার্কিন ডলার। আগে যদিও সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশের টিউশন ফি অন্যান্য দেশ অপেক্ষায় কম ছিল।’ এতো টিউশন ফি দিয়ে বিশ্বের অন্য যেকোনো দেশে আরো ভালো শিক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়াও এ দেশে অবস্থানের জন্য তাদের অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও পর্যাপ্ত নয়। প্রতিবেশী দেশসমূহে এরচেয়ে অনেক কম খরচে তুলনামূলক ভালো শিক্ষালাভ সম্ভব। কাজেই বাংলাদেশে বিদেশী ছাত্ররা পড়তে আসবে না এটাই স্বাভাবিক।

আন্তর্জাতিক হল পরিণত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আবাস্থলে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত আন্তর্জাতিক হলটি নির্মিত হয় ১৯৬৬ সালে। তখন এটি ছিল আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস। অর্থাৎ এখানে শুধু বিদেশী ছাত্ররাই থাকত। কোনো প্রশাসনিক কাজ এটি করতো না। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের সহযোগিতায় নির্মিত এ হোস্টেলে দেশের সব বিদেশী শিক্ষার্থীরা থাকতে পারতো। তখন বিদেশী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলগুলোতে সংযুক্ত থাকতে হতো।

২০০১ সালের ১ জুলাই এটি আন্তর্জাতিক হলে রূপান্তরিত হয়। হলের প্রশাসনিক কাজ করা শুরু সে সময়। এখন বিদেশী ছাত্ররা এ হলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকেন।

বিদেশী ছাত্রছাত্রীর আগমন হ্রাস পেলেও হলের সিট সংকট রয়েছে। জানা গেছে, সিট পেতে পেতে তাদের প্রায় ২-৩ বছরের বেশি লেগে যায়। তাই তারা অনেকেই বাইরে বাসা নিয়ে থাকেন।

আন্তর্জাতিক হলে দুটি ব্লকের মোট ১২২টি রুম রয়েছে। এর মধ্যে ৬৫টি রুম ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ। এ ছাড়াও রয়েছে ৩টি অতিথি কক্ষ। এখানে থিসিস করতে আসা শিক্ষার্থী ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিরা বিভিন্ন সময় থাকেন।

আন্তর্জাতিক হলের ৫৭টি রুমে থাকেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ফাহমিদুল হক বলেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসন সুবিধা অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো বাসাগুলো পেতে প্রফেসর হওয়ার পর ২/১ বছর লেগে যায়। এ ছাড়াও হাউজ টিউটরদের জন্য যে সব বাসা রয়েছে তার জন্যও অপেক্ষা করতে হয় এবং এতে কিছুটা রাজনৈতিক প্রভাব থাকে। এ সমস্যা মেটানোর জন্য আন্তর্জাতিক হলে শিক্ষকদের থাকা শুরু হয়। প্রবল চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের জন্য একটি ফ্লোর নির্মাণ করে। তারপর ধীরে ধীরে বড় ব্লকের ৫তলা পর্যন্ত আর ছোট ব্লকের ৪র্থ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। তবে এর মধ্যে কিছু ছাত্রদের রুম হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।’

হলের প্রতিটি রুমে রান্নাঘর ও বারান্দা রয়েছে। কিছুদিন আগে শিক্ষকরা তাদের বড় রুমের পেছনে আরেকটা প্যারালাল রুম করে দেয়ার কথা ভিসিকে বলেন। ভিসি তখন রুম করে দেয়ার আশ্বাস দিলেও বাজেটে এর জন্য কোনো টাকা রাখা হয়নি।

শিক্ষকদের হলে থাকার ব্যাপারে হলের প্রধান সহকারী মোঃ ইমদাদুল ইসলাম বলেন, ‘ছাত্রদের রুম ছাত্রদের বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। শিক্ষকদের রুম শিক্ষকদের বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে।’

তবে অনেকেই মনে করেন এখানে শিক্ষকদের থাকার নিয়ম নেই। কেউ কেউ শিক্ষকদের জন্য রুম তৈরি করা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ তারা ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের সহায়তায় নির্মিত এ হলে শিক্ষকদের জন্য রুম তৈরি করাটাই নীতিবিরুদ্ধ মনে করছেন।

সাপ্তাহিক ২০০০

দেশে ও বিদেশে গ্রাহক হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৪৮০০/- টাকা ৯৩ মার্কিন ডলার	২৫০০/- টাকা ৫০ মার্কিন ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, কেনিয়া।	৪০০০ টাকা ৭৭ মার্কিন ডলার	২১০০ টাকা ৪২ মার্কিন ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর।	৩৩০০/- টাকা ৬৪ মার্কিন ডলার	১৭০০/- টাকা ৩৫ মার্কিন ডলার
ভারত, ভূটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১৮০০/- টাকা ৩৭ মার্কিন ডলার	১০০০/- টাকা ২২ মার্কিন ডলার
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য)	৮০০/- টাকা ১৮ মার্কিন ডলার	৪৫০/- টাকা ১২ মার্কিন ডলার

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **‘সাপ্তাহিক ২০০০’**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
Circulation Manager, Shaptahik 2000, 96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9349459, PABX: 9350951-3